চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
www.ccc.gov.bd

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২১ এপ্রিল ২০২২

## বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সভা
# চসিকে আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহন করতে চান মেয়র

দেশের সিটি কর্পোরেশন গুলোকে স্বাবলম্বী হওয়ার প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরীও কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি নিয়ে ভাবছেন। গত মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এনিয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশানার প্রক্ষিতে মেয়র আজ বৃহস্পতিবার তাঁর টাইগারপাশস্থ দপ্তরে বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সভায় মিলিত হন। এতে কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শহীদুল আলম, সচিব খালেদ মাহমুদ, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা লুৎফুন নাহার, আইন কর্মকর্তা মো.জসিম উদ্দীন, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম, মেয়রের একান্ত সচিব মো.আবুল হাশেম প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডা.মো.আলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আকবর আলী, ঝুলন কুমার দাশ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, শুধুমাত্র সরকারি অনুদান ও থোক বরাদ্দের উপর কর্পোরেশনের নাগরিক সেবাকার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কর্পোরেশনকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হলে সরকারের দিকে চেয়ে না থেকে করের আওতা ও আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহন ছাড়া বিকল্প কোন পথ নাই। তিনি এসময় ভূ-সম্পত্তি শাখাকে কর্পোরেশনের সমস্ত সম্পত্তির হিসাব অবিলম্বে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার মাধ্যমে তাঁর নিকট উপস্থাপন করতে বলেন। মেয়র বলেন মোট সম্পত্তির বিবরণ হতে পেলে বুঝবো কোথায় কি পরিমান সম্পত্তি অব্যবহৃত অবস্থায় আছে এবং কোথায় কোন আয়বর্ধক প্রকল্প নেয়া যায়।

এসময় হোল্ডিং ট্যাক্স ও ট্রেড লাইসেন্স এর হালনাগাদ আদায় কার্যক্রম তরান্বিত করার পাশাপাশি সরকারি গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী কর্পোরেশন আরো কি কি কর, উপকর, রেইট, টোল এবং ফিস আদায় করতে পারে তা নিয়েও আলোচনা হয়। আলোচনায় সরকারি বাজেট অনুযায়ী কর্পোরেশন ২৬ টি খাতে কর উপকর, রেইট, টোল এবং ফি আদায় করতে পারবে। সেই খাত গুলো ইমারত ও জমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর, স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর কর, ইমারত নির্মাণ এবং পুনঃ নির্মাণের জন্য আবেদনের উপর কর, নগরবাসীর ভোগ ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানির উপর কর, নগর হইতে পণ্য রপ্তানির উপর কর, টোল জাতীয় কর পেশ বা বৃত্তির উপর কর, জম্ম বিবাহ দত্তক গ্রহণ ও জিয়াফত বা ভোজের উপর কর, বিজ্ঞাপনের কর, পশুর উপর কর, সিনেমা ড্রামা ও নাট্য প্রদর্শনী এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদ এবং বিনোদনের উপর কর, মোটর গাড়ি এবং নৌকা ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর, বাতি অগ্নি রেইট, মামলা নিস্পত্তি রেইট জনসেবামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য রেইট, পানি কল ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য রেইট, সরকার কর্তৃক আরোপিত করের উপর , উপকর স্কুল ফিস, কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত কোন জনসেবামূলক ধার্য হইতে প্রাপ্ত করের উপর ফিস, মেলা কৃতি প্রর্দশনী শিল্প প্রদশনী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য জনসমাবেশের উপর ফিস, বাজারের উপর ফিস, কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স, অনুমোদন ও অনুমতির জন্য ফিস, কর্পোরেশন কর্তৃক বিশেষ কার্যের জন্য ফিস, পশু জবাই দেওয়া জন্য ফিস, এই আইনের যে কোন বিধানে অধীনে অনুমোদিত অন্য কোন ফিস, সরকারকর্তৃক আইন বলে অন্য কোন কর।

সভায় মেয়র আরো বলেন উল্লেখিত সরকারি গেজেট অনুয়ায়ী আরোপনীয় ২৬ খাতে কর, উপ কর, রেইট ফিস, এ মধ্যে কিছু খাত থেকে কর্পোরেশন আয় করলেও আরো অনেক খাত রয়েছে যা করের আওতার বাহিরে। তিনি নগরীর অবকাঠামোগত উন্নয়নকে টেকসই করে সড়কের চলাচলরত কন্টইনারবাহী কাভার্ডভ্যান, লরি থেকে ফিস আদায়ে বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সেইবিষয়ে কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের আইনগত দিক বিবেচনা করে ভেবে দেখতে বলেন। মেয়র বলেন, আয়বর্ধক প্রকল্প নিজস্ব আয় বৃদ্ধি না করলে কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করে নাগরিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা কষ্ট কর হয়ে পড়বে।

ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র

## বাংলাদেশের অর্থনীতি শ্রীলংকার মতো হওয়ার আশঙ্খা নেই

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার সুফল সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সাফল্য। যে কারণে দরিদ্র ও অতি দরিদ্র দ্রুত কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রীলংকার মতো অর্থনৈতিক সম্মুখিন হবে বলে যারা ধারণা করছেন তা অমুলক। সম্প্রতি এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের সমীক্ষায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শ্রীলংকার মতো হওয়ার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে। তাদের মতে বৈদেশিক ঋণ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেক ভালো। কোভিড থেকে দ্রুত পুনরুদ্ধারের পথে রয়েছে বাংলাদেশ। আগামী অর্থ বছরে প্রবৃদ্ধি বাড়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে পাহাড়তলী টাইগারপাস বিদ্যালয় মাঠে ঈদ উপহার বিতরণকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন। ওয়ার্ড কাউন্সিলর ওয়াস উদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে আরো বক্তব্য রাখেন-সুরজিত বড়ুয়া লাভু, ড. নাহিদ বিন আমিন, আবু বক্কর, ছিদ্দিক, মোজাম্মেল হক, আবদুল মালেক, ছাদেক হোসেন, জামিল দেওয়ান, হাজী নাছির, মীর সামসুদ্দৌহা, আজগর আলী, কাজী কায়ছার প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন মো. আবুল হাশেম শাহ।

মেয়র আরো বলেন, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর অভ্যাস একমাত্র আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠনের আছে। অন্য সংগঠনগুলো আওয়ামী লীগের সমালোচনা নিয়েই ব্যস্ত। তিনি ওয়ার্ড কাউন্সিলর ওয়াসিম উদ্দিন চৌধুরীকে ধন্যবাদ জানান এলাকার প্রায় বার হাজার সাধারণ মানুষের মাঝে এই ঈদ উপহার বিতরণ করার জন্য।

**স্বাক্ষরিত/-**
(কালাম চৌধুরী)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩